জীবননগরে চায়না লেবু চাষে সফলতা পেয়েছেন ওমর ফারুক

জীবননগরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চায়না লেবুর চাষ হচ্ছে। জীবননগর উপজেলার নিধিকুন্ডু গ্রামে চায়না লেবুর চাষ করে যাদুকারী সাফল্য পেয়েছেন চাষীরা।

গত তিন বছর আগে লাগানো বাগানে এখন থোকায় থোকায় ঝুলছে সুন্দর গাড়ো কমলা রঙ্গের সু-মিষ্ট লেবু। বাণিজ্যিক ভাবে লাভ জনক হওয়ায় চায়না লেবু চাষে আগ্রহী হয়েছে অনেকে। জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য উপযোগী হলেও এই প্রথম একজন উদ্দোমী লেবু চাষী ওমর ফারুক চায়না লেবু চাষ করে সফল হয়েছেন।

জানাগেছে ২০১৬ সালে জীবননগর উপজেলার নিধিকুন্ডু গ্রামে ১বিঘা জমিতে পরীক্ষা মুলকভাবে চায়না লেবুর জাতের ১৫০টি চারা রোপন করেন কৃষক ওমর ফারুক । চারা লাগানোর পর নীবিড় পরিচর্যা ওজৈব প্রযুক্তি(কেঁচো সার)ব্যবহার করে মাত্র তিন বছর বয়সে গত বছর সামান্য পরিমান ফলন আসলেও এবার প্রতিটি গাছে ১০০শ থেকে ১৫০টি ফল ধরছে আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের নিধিকুন্ড গ্রামের সড়কের পাশে ওমর ফারুকের স্বপেনর চায়না লেবু বাগানে গিয়ে দেখা যায়।

ছোট ছোট চায়না লেবু গাছে ঝুলছে থোকায় থোকায় লেবু। তিনি জানান প্রতিটি গাছে ১০০ থেকে ১৫০টি করে ফল ধরেছে । এ ফলনে দারুন খুশি চাষী ওমর ফারুক । তার বাগানে উৎপাদিত চায়না লেবু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমদানী করা হচ্ছে। যে কোন লেবুর চেয়ে রসালো সুস্বাদু এবং বেশি মিষ্টি।

তার সাফল্য দেখে অনেকে লেবু চাষে আগ্রহী হয়েছেন এবং তার বাগানে আসছেন মানসম্মত চারা সংগ্রহের জন্য। এরই মধ্যে তিনি প্রচুর পরিমানে চায়না লেবুর কলম তৈরি করছেন বিক্রয়ের জন্য। নিজস্ব মাতৃগাছ হতে চারা কলম তৈরি বলে তিনি জাতের বিষয় শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে চারা বিক্রি করছেন । চলতি বছরে প্রায় ৪ বিঘা জমিতে লাগানো চারা সরবরাহ করছেন বলে তিনি জানান।

বর্তমানে তার বাগানে প্রায় ১০হাজার কলম তৈরি আছে চায়না লেবু বাগান করার জন্য। এ ব্যপারে জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, মাল্টা চাষী ওমর ফারুক একজন সৎ কর্মোট ও

সচেতন চাষী। সে সম্পন্ন রাসায়নিক মুক্তভাবে জৈব সার (ভার্মি কম্পোস্ট)এবং জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে চায়না লেবুর চাষ করছেন।

কৃষি বিভাগ তার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে যা আগামিতে অব্যহত থাকবে । আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ উপজেলায় চায়না লেবু চাষে বিপ্লব ঘটবে। সরকারী ভাবে কৃষকদের চায়না লেবুর পাশাপাশি সব ধরনের চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে অফিস সহকারীর ভুলে জেডিসি পরীক্ষা দেওয়া হল না ইয়াসিনের

জীবননগরে অফিস সহকারীর ভুলে মাদরাসার ছাত্র ইয়াসিন আরাফাতের জেডিসি পরীক্ষা দেওয়া হলো না।
গত শনিবার সারাদেশের ন্যায় জীবননগরে এক সাথে অনুষ্ঠিত হয় জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা। তারই ধারাবাহিকতায় জীবননগর

উপজেলার কাটাপোল গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে ইয়াসিন আরাফাত মাধাবপুর ইসলামী দাখিল মাদরাসার ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে যায়। কিন্তু গত বছর কোরআন শিক্ষা এবং আরবি বিষয়ে ফেল করায় এ বছর পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে প্রবেশ পত্র না নিয়ে যাওয়ায় শিক্ষকরা তাকে কোরআন শিক্ষা পরীক্ষা দিতে দেয়নি।
এদিকে বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে বলা সত্বেও কোন ফল না পাওয়ায় এ বছরও দেওয়া হলো না ইয়াসিনের পরীক্ষা শিক্ষকদের এ অবহেলায় ঝরে গেল ইয়াসিনের জীবন।

ইয়াসিন অভিযোগ করে বলে, আমি বৃহস্পতিবার মাদরাসায় প্রবেশ পত্রের জন্য যায় সেখানে মনির স্যারকে প্রবেশ পত্রের কথা বললে তিনি আমাকে

বলে তোমার প্রবেশ পত্র শরিফ স্যারের কাছে আছে। আমি মাদরাসায় শরিফ স্যারের কাছে গেলে দেখি তিনি নাই এর পর স্যারকে বললে তিনি বলেন শরিফ স্যারের ডয়ারে আছে তুমি সেখান থেকে নিয়ে যেয়ো। পরীক্ষার দিন সকালে মাদরাসায় যেয়ে শরিফ স্যার না আশায় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

মাদরাসা সুত্রে, জানা গেছে গত ৩০ শে অক্টোবর মাদরাসার জেডিসি পরীক্ষার সকল শিক্ষার্থীদের হাতে প্রবেশ পত্র তুলে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন মাদরাসা সুপার এবং সকলকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান অফিস সহকারী শরিফ তা হলে কেন পেল না প্রবেশ পত্র ইয়াসিন আরাফাত প্রশ্ন অভিভাবকের।

অফিস সহকারী শরিফ বলেন, আমি বৃহস্পতিবার ৫ম শ্রেনীর রেজিস্ট্রিকার্ড আনার জন্য জীবননগরে ছিলাম। তাছাড়া আমার কাছে কেউ প্রবেশ পত্রের জন্য আসেনি।

মাধবপুর ইসলামী দাখিল মাদরাসার সুপার তাজুল ইসলাম বলেন, আমি গত ৩০ শে অক্টোবর যে সমস্থ শিক্ষার্থী প্রবেশ পত্র নেয়নি তাদের সকলকে প্রবেশ পত্র দেওয়ার কথা বলেছি শরিফকে সে আমাকে জানায় যে সে সকল শিক্ষার্থীর হাতে প্রবেশ পত্র তুলে দিয়েছে। কিন্তু ইয়াসিন প্রবেশ পত্র না পাওয়ার বিষয়টি আমি সঠিক ভাবে বলতে পারছি না।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্র পাল বলেন, যদি কোন শিক্ষার্থী প্রবেশ পত্র না নিয়ে আসে বা কোন সমস্যা হয়। এমন কি যদি হারিয়ে যায় তা হলে সে বিষয় আমরা কম্পিউটারে সার্চ দিলে তার সমস্থ তথ্য বেরিয়ে আসবে। তাই বলে পরীক্ষা দিতে পারবে না এটা ঠিক না। তবে বিষয়টি আমি তদন্ত করবো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে অফিস সহকারীর এহেন কান্ড দেখে অভিভাবকরা হতাশ।

-জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে যাত্রী ছাউনীর নির্মান উদ্বোধন হলেও কাজ হয়নি ২বছরেও

দীর্ঘ দিন যাবৎ জীবননগরে যাত্রী ছাউনী না থাকায় সাধারণ যাত্রীদের প্রতিনিয়ত পড়তে হয় চরম দুর্ভোগে।
গত ২০১৭ সালে যাত্রীদের সুবিধার্থে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের অর্থায়নে ৬লক্ষ টাকা ব্যায়ে বাসস্টান্ডে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু নানা জটিলতা আর দখলদারদের কবলে থাকা যাত্রী ছাউনীর জমি নিয়ে শুরু হয় তালবাহনা । অবশেষে বন্ধ হয়ে যায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজ । সেই থেকে এ পর্যন্ত আর আলোর মুখ দেখিনি যাত্রী ছাউনী।

এদিকে যাত্রীদের অভিযোগ জীবননগর শহরে যাত্রী ছাউনী না থাকায় রোদ, বৃষ্টির সময় বাসের অপেক্ষায় বিভিন্ন দোকানের সামনে দাড়াতে হয়। অনেক দোকানদাররা বাজে ব্যবহার করলেও নিরবে তা সহ্য করতে হয় ।
তাছাড়া জেলা পরিষদ থেকে যাত্রী ছাউনী নির্মানের জন্য যে টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে সেই টাকা দিয়ে যদি যাত্রী ছাউনীটা নির্মাণ করা হত তা হলে যাত্রীদের অনেক উপকার হতো।

এদিকে নাম প্রকাশে অনইচ্ছুক স্থানীয় সুধী ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জেলা পরিষদ থেকে অর্থ দিয়ে জীবননগর শহরে যে যাত্রী ছাউনী নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তা একটা মহতী উদ্যোগ । কিন্তু স্থানীয় কিছু ক্ষমতাশীন দলের নেতাদের সার্থে আঘাত হানার ফলে এবং বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনকে সামনে নিয়ে যাত্রী ছাউনীর পিছনে সরকারী জমি দখল করে দোকান নির্মাণ করে বসে থাকা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ না করার জন্য বাধা দিলে যাত্রী ছাউনী নির্মাণের কাজটি এক সময়ে সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেই বন্ধে এটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।
গত দুই বছর পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি যাত্রী ছাউনীর যার ফলে স্থানীয় সুধী ও সচেতন মহলের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন ।

তথ্যনুসন্ধানে জানা গেছে, যে স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা

হচ্ছে সেটি জেলা পরিষদের জমি তা ছাড়া মেইন শহরে বেশির ভাগ জমি জেলা পরিষদ এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের। এ সমস্থ জমিগুলো স্থানীয় ক্ষমতাশীন দলের কিছু প্রভাবশালী নেতারা দখল করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নিকট মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে। এ কারনে ব্যবসায়ীরা জমি দখল করতে করতে প্রায় রাস্তার উপর চলে এসেছে।

আর এ সমস্থ জমি দখল করার ফলে ক্রমন্নয়ে রাস্তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জনসাধারণের পথচলাচলে ব্যাপক সমস্যার সম্মসক্ষীণ হতে হচ্ছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস এন্ড রায় ট্রেডার্সের প্রতিনিধি সাগর কুমার বিশ্বাস বলেন, ২০১৭ সালে ৩০শে মে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে জীবননগরে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্ধোধনের পর ভিত ও কাটা হয় কিন্তু জমির জটিলতার কারণে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। এ কাজটি করার জন্য আমরা একাধীক বার জেলা পরিষদে গিয়েছি কোন ফল হয়নি যার ফলে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ।

জেলা পরিষদের সদস্য মোসাবুল হক লিটন বলেন, জীবননগর শহরে যাত্রী ছাউনী নির্মাণের জন্য গত দুই বছর আগেই অর্থ বরাদ্ধ দেওয়া হয়ে ছিলো। কিন্তু নির্দিষ্ট জমি না থাকায় এখানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া এখানে যে অর্থ বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছিলো সময় মত কাজ না করায় এটি বাতিল হয়ে গেছে ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, জীবননগর শহরে যাত্রী ছাউনী খুবই জরুরী যেখানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করার কথা ছিলো এটা অনেক আগে উদ্বোধন হয়েছে বলে শুনেছি কিন্তু যাত্রী ছাউনীর জমির জটিলতার কারনে কাজটি বন্ধ হয়ে আছে । তবে আশা করি খুব দুরত্ব যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা হবে।

এদিকে দখলদারদের উচ্ছেদ করে সরকারি জমি দখল মুক্ত করে জীবননগরে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মানের জন্য উদ্ধতর্ন কতৃপক্ষের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করছেন স্থানীয় সুধী, সচেতন মহলও যাত্রীগণ।

-জীবননগর প্রতিনিধি

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়াতে জেল হত্যা দিবস পালিত

বাংলাদেশের ইতিহাসে ৩ নভেম্বর কলঙ্কময় ও কালোরাত এই দিনটি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুসহ সপরিবারে হত্যার পর ৩ নভেম্বর তার ঘনিষ্ঠ চার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে কারাগারে হত্যা করা হয়।

গতকাল রবিবার বিকালে জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, দপ্তর সম্পাদক খোকন, সদস্য শামীম আরা হিরা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মমিন, অ্যাড. খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, বর্তমান সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা যুব মহিলা লীগের সম্পাদিকা অ্যাড. রুত সভা মন্ডল প্রমুখ।

এসময় জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের নেতা মতিযার রহমান মতি, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আসিফ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
গাংনী প্রতিনিধি জানান, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে।

রবিবার বেলা সাড়ে ৩টার সময় উপজেলা অডিটরিয়াম হলে উপজেলা আওয়ামী লীগে উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।
উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী)

আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগে সহ-সভাপতি ও বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন উপজেলা জামে মসজিদের ইমাম মওলানা ইলিয়াস হোসেন।

এদিকে একই দিনে সন্ধ্যার সময় দিবসটি উপলক্ষে গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভার আগে একটি র্যালী গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে শহীদ রেজাউল চত্বরের মুক্ত মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগে সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।
পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগে সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জামান শিপু সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিৎ ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, চার নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
গতকাল রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ এসব কর্মসূচীর আয়োজন করে।

সকাল সাতটায় দলীয় কার্যালয়ের সমনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন

করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা খুস্তার জামিল, জহুরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন হেলা, পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন, আরেফিন আলম রঞ্জু, আব্দুর রশিদ, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্দ্যোগে ৩ নভেম্বর জেল হত্যা পালন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় ৪ নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহ আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কাজী খালেদুর রহমান অরুন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রেজাউল হক তবা, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন কামাল, সাবেক কাউন্সিলর দীনেশ কুমার, কাউন্সিলর মামুন অর রশিদ হাসান, ওলিউল্লাহ, আব্দুল মালেক, জাহাঙ্গীর হোসেন, খন্দকার মজিবুল হক, রতন দা, শাফায়েত, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, মনিরুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা হাসানুজ্জামান, সজিব হোসেন, উপজেলা মহিলালীগ নেত্রী সাহিদা ইসলাম, জাহানারা।

জীবননগর প্রতিনিধি জানান, জীবননগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল রোববার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সকালে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যলয়ের জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মো: আব্দুল লতিফ অমল, সাধারণ সম্পাদক মুন্সী নাসির উদ্দিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন ফরজ প্রমুখ।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জানান, কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শহরের দিশা টাওয়ারে ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস শীর্ষক আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক জননেতা আতাউর রহমান আতা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাখেন, কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাড. ব্যারিষ্টার গৌরব চাকী, পৌর কাউন্সিলর ও শহর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মীর রেজাউল ইসলাম বাবু, হাটশ হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা যুব-মহিলা লীগের আহবায়ক এম সম্পা মাহমুদ, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আতাউর রহমান আতা জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলভরে বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ৩ নভেম্বর তার ঘনিষ্ঠ চার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে কারাগারে হত্যা করা হয়। খুনিরা এরপরেও থেমে নেই, বার বার বঙ্গকণ্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরতœ শেখ হাসিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি বেঁচে রয়েছেন। সঠিক ভাবে দেশ পরিচালনা করছেন। তিনি আরো বলেন, আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত সমৃদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে কুষ্টিয়ার ব্যাপক উন্নয়ন মূলক কাজ করেছেন আমাদের প্রিয় জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদের সভাপতি সাইফুদদৌলা তরুনের সভাপতিত্বে, নাগরিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. সামস তানিম মুক্তির

পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন নাগরিক পরিষদের সহকারী সম্পাদক আফরোজা আক্তার ডিউ, সাংগঠনিক সম্পাদক এমজেড ইসলাম, এমজে এইচ জুয়েল, তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক ইমরান খান পলাশ, সহ তথ্য গবেষনা সম্পাদক কেএম মামুনুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইমরুল হক লিংকন, মনিরুল ইসলাম, অনুষ্ঠান প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মনিরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শহর ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. আফিল উদ্দিন সহ গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। পরে অসহায় মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার সহ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন এবং দোয়া অনুষ্ঠান শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

প্রতিদিন ডেক্স

জীবননগরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জীবননগরে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফৈরদৌস ওয়াহিদ।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার হাসানুল আজিজ, সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে

অতিথিগণ যুবকদের মাঝে চেক বিতরণ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উষার সমন্বয়কারী আলমগীর হোসেন ।

- জীবননগর প্রতিনিধি

নদী খননে তৃণমূলের কৃষি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদীসহ ৫টি নদী খননের উদ্যোগ গ্রহন করেছে সরকার। ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরীস্থ নদী খনন প্রকল্পের আওতায় এ নদী খনন করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জীবননগরে চিত্রা নদী খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়। জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের শাখারিয়া পিচ মোড় গ্রামে নদীর মাটি কেটে খনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম, জীবননগর পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও পানি উন্নয়ণ বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম, জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু মো: আব্দুল লতিফ অমল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন।

এ সময় সংসদ সদস্য আলী আজগর টগর বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতিৃক দেশ। তাই সারা দেশে নদীগুলোকে বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহন করেছে সরকার। বর্তমান সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী। দেশের নদীগুলো সচল হলে দেশের তৃণমূলের কৃষি ঘুরে দাঁড়াবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৬৪টি

জেলার অভ্যন্তরীস্থ নদী খনন প্রকল্পের আওতায়

চুয়াডাঙ্গার ৫টি নদী খনন করা হবে। চিত্রা নদী খনন সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতার অংশ।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জনন্ত্রেী শেখ হাসিনার নদী খনন প্রকল্পটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ নদীগুলো বাঁচলে বাঁচবে পরিবেশ, রক্ষা হবে জীব বৈচিত্র। তৃণমূলের কৃষি নতুন উচ্চতায় উন্নতি হবে। আর এ কারণে নদী বাঁচাতে সরকারের এ পরিকল্পনা ।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডরে নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম জানান, প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গার মধ্য নদী বয়ে যাওয়া চিত্রা নদী খনন করা হবে। এর মধ্যে জীবননগর উপজেলাতে ৬ কিলোমিটার নদী খনন করা হবে। ২০২০ সালের ২০ জুনের মধ্যে খননের কাজ শেষ করা হবে।

জীবননগর প্রতিনিধি

নদী খননে তৃণমূলের কৃষি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদীসহ ৫টি নদী খননের উদ্যোগ গ্রহন করেছে সরকার। ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরীস্থ নদী খনন প্রকল্পের আওতায় এ নদী খনন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জীবননগরে চিত্রা নদী খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের শাখারিয়া পিচ মোড় গ্রামে নদীর মাটি কেটে খনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান , উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম , জীবননগর পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও পানি উন্নয়ণ বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন।

এ সময় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতিৃক দেশ। তাই সারা দেশে নদীগুলোকে বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহন করেছে সরকার। বর্তমান সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী। দেশের নদীগুলো সচল হলে দেশের তৃণমূলের কৃষি ঘুরে দাঁড়াবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরীস্থ নদী খনন প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গার ৫টি নদী খনন করা হবে। চিত্রা নদী খনন সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতার অংশ।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জনন্ত্রেী শেখ হাসিনার নদী খনন প্রকল্পটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ নদীগুলো বাঁচলে বাঁচবে পরিবেশ, রক্ষা হবে জীব বৈচিত্র। তৃণমূলের কৃষি নতুন উচ্চতায় উন্নতি হবে। আর এ কারণে নদী বাঁচাতে সরকারের এ পরিকল্পনা ।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডরে নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম জানান, প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গার মধ্য নদী বয়ে যাওয়া চিত্রা নদী খনন করা হবে।এর মধ্যে জীবননগর উপজেলাতে ৬ কি: মিটার নদী খনন করা হবে। ২০২০ সালের ২০ জুনের মধ্যে খননের কাজ শেষ করা হবে।

-মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম ,জীবননগর

জাসদ এর ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ এর ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা গতকাল বুধবার বিকাল ৪টায় শোভাযাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন করে।

শোভাযাত্রার পূর্বে চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠের সমাবেশে বাংলাদেশ জাসদ কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু বলেন, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হয়েছিল। লক্ষ্য অর্জনে আজও সে আন্দোলন গতিশীল রয়েছে। ব্যাংক, শেয়ার বাজার লুটেরা, ঋণ খেলাপী এবং শীর্ষ দূর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিকদের গ্রেফতার করে বিচারের দাবী এবং দেশে যে অশুভ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে তা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী জানান। মুক্তিযুদ্ধের ধারায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার আহŸ◌ান জানান। টাউন মাঠ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহীদ হাসান চত্ত¡রে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, সদর উপজেলা সভাপতি হামিদুল হক মুক্তি, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, জীবননগর উপজেলা সভাপতি আব্দুর রশিদ, দামুড়হুদা উপজেলা সভাপতি আতিয়ার রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হক, এছাড়াও জাসদ নেতা হারুন-অর-রশিদ, রাসেল হোসেন, উজ্জল হোসেন, মিলন মল্লিক, মন্টু মিয়া, মফিজুল ইসলাম ডাবলু, নিয়াজ উদ্দীন।

জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে প্রবীণ ও নবীনদের সমন্বয়ে খেলাধুলা অনুষ্ঠিত

জীবননগরে প্রবীনদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে প্রবীণ ও নবীদের সমন্বয় বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ওয়েভ ফাউন্ডেশনও মনোহরপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির আয়োজনে প্রবীণ ও নবীনদের সমন্বয় লুডু, দাবা, ক্যারামবোর্ড, ভলিবল সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সকালে ফ্রি বø◌াড গ্রæপিং করার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মনোহরপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কেন্দ্রের সভাপতি বদর উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আনোয়ারুল কবির, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বকারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ , সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ , এ আর ডাবলু, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বকারী ইসরাত জাহান প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে খেলাধুলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতারণ করা হয়।

জীবননগর প্রতিনিধ

জীবননগরে ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগর থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে পৌরসভার এলাকার সুবলপুর গ্রাম থেকে তাদের কে ফেনসিডিলসহ দুইজনকে আটক করা হয়।

আটকরবৃতরা হলেন জীবননগরের সুবলপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম ও মেদেনীপুরের জহুরুল হকের ছেলে সাইফুল ইসলাম।

জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ গনি মিয়ার নেতৃত্বে এসআই সিরাজুল আলম, এএসআই মিলন, আফিফ ও ইমামুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার সকাল সাড়ে ৭ টায় অভিযান চালায়। এ সময় জীবননগর পৌরসভার সুবলপুর প্রাইমারি স্কুলের পাশের একটি ধানক্ষেত থেকে রাশেদুল ও সাইফুলকে ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।
তিনি আরো জানান, ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার আসামিদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
- জীবননগর প্রতিনিধি